দৈনিক জনকণ্ঠ

16 MAR 1995

তারিখ ... 16 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

07

ছাত্রীদের আন্দোলন ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পুনর্বিবেচনা সম্বন্ধে

গত ১২-২-৯৫ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে উপরোক্ত শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে আন্দোলনকে সমর্থন ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে। অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্রী ও অন্যান্য মহলের মতামতের ভিত্তিতে। অনেকে বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পড়ুয়া ছাত্রী তার নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝে, নিজের প্রতি নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার মতো বয়স তার হয়েছে।' অনেকে বলেছেন— "সূর্যাস্ত আইন মেয়েদের হলগুলোতে বলবত না থাকলে ছেলেমেয়েদের আড্ডা রাত ১০টা-১১টা পর্যন্ত পড়াবে"। গত বছর (১৯৯৪ইং) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি আন্দোলনের মুখে শিক্ষকগণ অভিভাবকদের ডেকে মিটিং করেছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের নানা কারণে ঢাকা থেকে হোস্টেলে ফিরতে দেরি হওয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রয়োজনে খণ্ডকালীন চাকরি, টিউশনি বা লাইব্রেরিতে পড়াশোনার জন্য রাত ৯টা পর্যন্ত হোস্টেল খোলা রাখার দাবি উঠেছে। দাবি উঠেছে— সংবিধান মোতাবেক সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার।

সাধারণভাবে বলতে গেলে— সমাজ, শিক্ষা ও সভ্যতার বিবর্তন কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ঘটতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং একে অস্বীকার করে কেউ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ তথা পুরনো রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের বেলায় চালু থাকলে আমাদের প্রগতি পিছিয়ে পড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই। আবার অবাধ স্বাধীনতার কারণে প্রগতির নামে আমাদের তরুণ-তরুণীরা যৌবন-সন্ধিক্ষণে আবেগের তাড়নায় জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে না যায়— সেদিকটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। বাস্তবে মেয়েদের হলের সামনে রাত অবধি তরুণ-তরুণীদের আড্ডা দেখলে মনে হয় তরুণ সমাজ প্রায় পাশ্চাত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

এ অবস্থায় আমরা আগে আমাদের খারাপ দিকটাই চিন্তা করব। আমরা তরুণ-তরুণীদের কতটা ফ্রি-মিক্সিং মেনে নেব? একটা জাতীয় বিতর্কের মাধ্যমে এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত। একথা ঠিক যে— আবাসিক ছাত্রদের মতো ব্যাপক স্বাধীনতা মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ নিরাপত্তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পূর্ণভাবে কোন কর্তৃপক্ষই দিতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীরা যে সব জ্ঞান-বুদ্ধিই আয়ত্ত করে ফেলেছে— এমন কথা কোন শিক্ষক বা কোন গার্ডিয়ান বলবেন না। হোস্টেলের মেয়েদের লোকাল গার্ডিয়ান, প্রভোস্ট বা শিক্ষক কেউই চান না যে, কোন মেয়ে সন্ধ্যার পরে হোস্টেলের বাইরে থাকুক— এটা পরিষ্কার। এও পরিষ্কার যে, আমরা অভিভাবক বা অন্যরা যাঁরা বাইরে আছি তাঁদের থেকে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা আরও বাস্তব, তাই তাঁরা 'সূর্যাস্ত আইন' বলবত রাখতে চান সঙ্গত কারণেই। মনে রাখা দরকার যে, ওরা তরুণ-তরুণী। অবাধ মেলামেশার সুযোগে ওদের সুপ্ত যৌবন অবাধ্য হয়ে উঠতে পারে, যা পড়াশোনার চাপে বা সমাজের শাসনে ছানা মেলে না। আর এমনিভাবে গড়ে ওঠা প্রেমকে আমরা বলি— "লাইলী-মজনুর প্রেম"। এ ধরনের প্রেম-বিয়ে সাধারণত

আলোচনা

অভিভাবকদের অগোচরেই ঘটে থাকে এবং এ রকম অপছন্দনীয় প্রেম-পরিণতির বিয়ে নিতান্ত বাধ্য হয়ে ছাড়া কোন অভিভাবক মেনে নেন না। এমনকি একটা ছেলের বা মেয়ের পিতৃমাতৃকুল অসহনীয় দুর্দশায় পতিত হন। এ যন্ত্রণা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। উদাহরণ দেয়া যাক। (১) আমার এক আত্মীয় সাবেক জজের মেয়ে হোস্টেলে থাকাকালীন গড়ে ওঠা প্রেমের পরিণতিতে বাপ-মায়ের অমতে এক ছেলেকে বিয়ে করে। ছেলেটা এমএ পাস বলে পরিচয় দিলেও জানা গেছে সে এসএসসি পাস এবং গার্মেন্টসে চাকরি করে। বাপ-মা মেনে না নেয়াতে ওরা ২ বাচ্চাসহ এখন বস্তিবাসী।

(২) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসির ছাত্রী আমার ২২ বছরের পরিচিত এক মেয়ে তার জীবনের প্রথম পুরুষ-আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পিতৃমাতৃকুল ত্যাগ করেছে।

ঘটনা হলো—মেয়েদের একনাগাড়ে হোস্টেলে থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয় ডিগ্রী লেভেল থেকে। এর আগে এরা মোটামুটি অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। হোস্টেলে এসেই এরা স্বাধীনতার স্বাদে বিভোর হয়ে আত্মহারা হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ভাবতে থাকে— 'আমরা স্বাধীন এডাল্ট এবং নিজেদের সম্পর্কে সজাগ। আমরা নাইন/টেনে পড়ি না।' ২নং উদাহরণে বর্ণিত মেয়েকে ছাত্রী আন্দোলনে একই রকম বচন আওড়াতে শোনা গেছে। অথচ অভিভাবকদের অগাধ বিশ্বাসের সুযোগে এ তরুণীই বাপ-মায়ের ২২ বছরের সাধনাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে বিসর্জন দিয়ে পিতৃমাতৃকুল ত্যাগ করে এক অনুল্লেখযোগ্য তস্করের হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছে। দেশের প্রচলিত আইন এদের পক্ষে। কারণ— তারা এডাল্ট। এক্ষেত্রে বাপ-মায়ের কপালে করাঘাত করা ছাড়া উপায় কী? মেয়েটি কেন বুঝলো না যে, বাপ-মা কোন মেয়ের অমঙ্গল চান না অথবা বাপ-মা কম বোঝেন না। এ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করতে হবে। যারা আবেগে জড়িত হয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে আমরা গার্ডিয়ানরা তাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নই।

আমার প্রশ্ন— তাহলে কেন এমন আইন করা হলো— যার দ্বারা আপন মেয়ে বাপ-মাকে পর্যুদস্ত করে, হেয় করে, অপমান করে? প্রগতিশীল কত পরিবার যে এই আইন দ্বারা তছনছ হচ্ছে কে জানে? ছাত্রজীবন এমন একটা সময় যখন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে না। এ সময়ে যে কোন সিদ্ধান্তে আবেগ এবং ভুল-ভ্রান্তির ছড়াছড়ি থাকাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় বৈবাহিক বিষয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট কিংবা ঐ বয়সী কোন ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে আইন থাকা কী সমীচীন?

আলতাফ হোসেন
১, নিউ পল্টন লাইন (৫ম তলা)
আজিমপুর, ঢাকা।